কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 APR 2014
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

কালের কণ্ঠ

বুধবার। ৯ এপ্রিল ২০১৪। ২৬ চৈত্র ১৪২০

'গুণধর' ছাত্রলীগ

দায় ক্ষমতাসীনদেরই নিতে হবে

ছাত্রলীগের 'গুণধর' ছেলেদের 'গুণের' কথা শুনতে শুনতে কানে পচন ধরার জোগাড় হয়েছে। এমন কোনো দিন নেই, যেদিন গণমাধ্যমে সেই সব 'গুণের' কথা সবিস্তারে না আসছে। সর্বশেষ রাজধানীর অভিজাত এলাকা বারিধারা ডিওএইচএসের একটি বাড়িতে যে 'টর্চার সেল' আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানেও পাওয়া গেছে ছাত্রলীগের গুণধরদের 'সম্পৃক্তি'। র‍্যাবের হাতে আটক হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রলীগ নেতাসহ মোট ১২ জন। উদ্ধার করা হয়েছে ৩৮টি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন, মোটা মোটা কিছু লাঠি, মদ ও ফেনসিডিলের বোতল, ইয়াবা সেবনের উপকরণসহ বিভিন্ন জিনিস। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ব্যবসায়ীদের ধরে এনে এখানে মারধর করা হতো এবং মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হতো। চলত নানা রকম অসামাজিক কাজ।

শাবাশ ছাত্রলীগ! এখনো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অশান্ত। গত সপ্তাহে এখানে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা মিলে ছাত্রলীগেরই আরেক নেতা সাদ ইবনে মমতাজকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। হত্যাকারীদের বহিষ্কার ও শাস্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের আরেক নেতা রুস্তম আলী আকন্দকে দিনে-দুপুরে তাঁর কক্ষে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। ছাত্রলীগ এ ব্যাপারে ছাত্রশিবিরকে দায়ী করলেও সন্দেহের তীর ক্রমেই ছাত্রলীগের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলা-নির্যাতনে শিক্ষার্থীরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন থাকে। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের নির্দেশ না মানলেই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তাদের নির্দেশমতো চাঁদাবাজিতে সম্মত না হওয়ায় গত রবিবার রাতে মীর মশাররফ হোসেন হলের ১০১ নম্বর কক্ষে গিয়ে তিন শিক্ষার্থীকে বেদম মারপিট করা হয়েছে। এ রকম ঘটনা একটি-দুটি নয়, অসংখ্য। শুধু উল্লিখিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুধু শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষকরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পান না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও ছাত্রলীগ হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। পুরান ঢাকায় নিরীহ বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য টিভি চ্যানেল ও পত্রপত্রিকার কল্যাণে কে না দেখেছে! সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় আওয়ামী লীগের অনেক নেতাও সেদিন অশ্রুসজল হয়েছিলেন। অথচ ছাত্রলীগ এখনো অপ্রতিরোধ্যই রয়ে গেছে।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন এই ছাত্রলীগ। কাজেই ছাত্রলীগের সব দুষ্কর্মের দায় শেষমেশ আওয়ামী লীগের কাঁধেই যায়। কোনো কোনো নেতা দায় নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু তা যে স্বীকার বা অস্বীকারের বিষয় নয়, তা তাঁদের বুঝতে হবে। ২০০৮ সালের বিশাল জনপ্রিয়তা আজ কেন তলানিতে এসে ঠেকেছে, তার মূল্যায়ন করতে হবে। হয় ছাত্রলীগের নামে যারা এই কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে তাদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে, আর না হয় সংগঠনটির অবলুপ্তি ঘটাতে হবে। তা না হলে ঘটনা ঘটার পর যতই 'অনুপ্রবেশকারী' বলে সেটাকে আড়াল করার চেষ্টা করা হোক না কেন, মানুষের কাছে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।